মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে দুটি ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পৌরসভার ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, হিরক ও চঞ্চল, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে -ড. শফিকুর রহমান

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। নারীদের প্রতি কেউ কুদৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না, তাকালে

সেই চোখ উপড়ে ফেলা হবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি নারীদের অবর্ননীয় ত্যাগের বর্ণনা করে বলেন, মায়েদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই মায়েদের দিকে যারা খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে।

বক্তব্যের শুরুতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমিরে জামায়াত শহীদ ওসমান হাদি’র ইনকিলাব মঞ্চ ও জামায়াতের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এসময় তিনি বলেন, যারা বিগত আন্দোলনে স্বামী, স্ত্রী, সস্তান, বোন ও পিতাকে হারিয়েছেন আমি তাদের হয়ে আপনাদের সামনে দাড়িয়েছি। জবীনের ঝুকি নিয়ে চেষ্টা করেছি তাদের পাশে দাড়ানোর। কি অপরাধ ছিলো তাদের। তাদেরকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অপরাধ একটাই অপশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে নির্মম আচরণ করা হয়েছে। আমরা সন্তান হারানোদের কাছে গিয়েছি। তাদের আহাজারি সহ্য করতে পারিনি। অনেকে আছেন যারা তাদের সন্তানদের এখনো কোনো খোঁজ পাননি।

এসময় তিনি বলেন, পকেট থেকে জোর করে টাকা নেওয়া হয়েছে, চাঁদাবাজি করা হয়েছে। সেই ফ্য্যাসিবাদ বাংলায় আবার ফিরে আসুক আপনারা কি তাই চান। আমাদের সন্তানরা যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের প্রতি সববেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এই জনপদে সবথেকে বেশি খুন হয়েছে। সোহানের মা বলেছিলেন, তোমরা আমার সন্তানকে মেরেছো ঠিক আছে কিন্তু তার চোখ দুটি কেন তুলে নিলে কি অপরাধ করেছিল আমার ছোট্ট সন্তান।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াত আয়োজিত ১১ দলীয় জোটের এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন।

এছাড়া সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের জামায়াত জোট প্রার্থী মাওলানা আলী আজম মো. আবু বকর। বিশাল এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের জামায়াত প্রার্থী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের আবু তালিব ও ঝিনাইদহ-১ আসনের প্রার্থী এএসএম মতিউর রহমানসহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

জামায়াতের আমিরের জনসভা কেন্দ্র করে দুপুর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে থাকে। বিকাল গড়ানোর আগেই কানায় কানায় ভরে ওঠে জনসভার মাঠ। পুরো ঝিনাইদহ শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নেতাকর্মীদের বাস ট্রাকসহ থ্রী হুইলারে চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ পথচারিরা।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে ঝিনাইদহে এসে পৌছান জামায়াতের আমীর। এরপর সরাসরি সমাবেশস্থলে পৌছে মঞ্চে ওঠেন। ৬ টা ৫৫ মিনিটে বক্তৃতা শুরু করেন আমিরে জামায়াত। মাত্র ২৩ মিনিটের বক্তব্যে আগামির বাংলাদেশ কেমন হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রুপরেখা তুলে ধরে বলেন, মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতেকটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। মেডিকেল কলেজ করেই আমরা বসে থাকবো না। উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। সঠিক শিক্ষা ছাড়া ভালো জাতি গড়া সম্ভব না। আমরা ঘোষণা করেছি বেকার সমস্যার সমাধান করতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। চাঁদাবাজি দুর্নীতি বন্ধ করা হবে।

প্রিয় ঝিনাইদহবাসি পাশের জেলা যশোরে যান সেখানে মেডিকেল কলেজ আছে কিন্তু রাস্তার বেহাল দশা। সরকারের কি জনশক্তি নাই। তাহলে অবকাঠামো কেন উন্নয়ন হচ্ছে না। রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করা হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি জামায়াত ইসলামী ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও লুণ্ঠনকারীদের পেটে হাত দিয়ে সব সম্পদ বের করে আনা হবে, সে দেশে অথবা বিদেশে থাক। বেকারদেরর ভাতা দিয়ে আমরা অপমানিত করতে চাই না। বেকারদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আমরা দুর্নীতিকে লালকার্ড দেখাতে চাই। দুর্নীতিবাজদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের লজ্জা করে না। দুর্নীতি ছেড়ে দাও নইলে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা কর। চাঁদাবাজির থেকে ভিক্ষা করা সম্মানের।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, এ জাতির সন্তানেরা যুগে যুগে রক্ত দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা তাদের সম্মান দিতে চাই। ২৪ এ বিপ্লব করেছে, ২৬শে আরেকটি বিপ্লব করতে হবে। আগামি ১২ তারিখে ব্যালট বিপ্লব করতে হবে। দেশের উন্নয়নে এ বিপ্লব করতে হবে।

বক্তৃতা শেষে তিনি জেলার চারটি সংসদীয় আসনের ১১ দলীয় জোটের দাড়িপাল্লার প্রার্থী ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা) এএসএম মতিউর রহমান, ঝিনাইদহ-২ (সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা) অধ্যাপক মতিয়ার রহমান এবং ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও সদরের ৪টি ইউনিয়ন) মাওলানা আবু তালিবকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের হাতে দাড়িপাল্লা তুলে দেন।

মেহেরপুরে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা ও মিছিল

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে ৫নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডে এ নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

পরে ৫নং ওয়ার্ডের পাথরগেট থেকে মিছিল বের হয়ে ওয়াবদা মোর পর্যন্ত যায়।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, হিরক ও চঞ্চল, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

চাঁদবাজদের পুনর্বাসন নয়, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবো

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজদের পুনর্বাসন নয়, বরং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তাদের চাঁদাবাজিতে জড়াতে না হয়।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে জামায়াত মনোনীত ও ১১ দল সমর্থিত মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের প্রার্থী নাজমুল হুদার সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন করা হয়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘মেহেরপুর ছোট জেলা, মাত্র তিনটি উপজেলা। মানুষ একে অপরকে চেনে। অথচ এই জেলাও চাঁদাবাজদের দখলে চলে গেছে। জনগণের রায়ে আমরা ক্ষমতায় এলে এই মানুষগুলোর দায়িত্ব আমরা নেব। তাদের কাজ দেব, যাতে চাঁদাবাজি করতে না হয়।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, ‘হ্যাঁ মানে আজাদি, না মানে গোলামি। আমাদের প্রথম ভোট হবে হ্যাঁ ভোট। সবাই হ্যাঁ ভোট নিশ্চিত করলে দেশ বিজয়ী হবে। ভোটের দিন কেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। কেউ ভোট ডাকাতি করতে এলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’ গত ৫৪ বছরের শাসকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘এই সময়ের মধ্যে দেশে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়নি। তরুণ সমাজ মাদক ও নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। তাদের জন্য আমাদের মায়া হয়। দায়িত্ব পেলে দেশকে ফুলের মতো সাজাবো, যাতে মানুষ দেশ নিয়ে গর্ব করতে পারে।’

চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা চাঁদাবাজি করবো না, দুর্নীতি করবো না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দেবো না। মানুষ ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কাকে ভোট দেবে।’

বেকার ভাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা বেকার ভাতা দেবো না, রাষ্ট্রের টাকা থাকলেও না। ভাতা দিলে বেকারত্ব কমে না, বরং বাড়ে। আমরা ভাতা নয়, কাজ দেবো।’

তিনি আরও বলেন, তরুণদের শক্তিতেই দেশ এগিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যেই যুব সমাজকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জনসভা শেষে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান মেহেরপুরের দুইটি আসনের প্রার্থীদের হাতে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লা তুলে দেন এবং উপস্থিত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সহযোগিতা কামনা করেন।

সমাবেশে মেহেরপুর জেলার জামায়াত ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে সমাবেশ স্থল কানাই কানাই পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশ মঞ্চে এনসিপির নেতৃবৃন্দসহ ১০ দলীয় জোটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সিপিবি প্রার্থী অ্যাড. মিজানুর রহমানের মুজিবনগরে গণসংযোগ

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মোহা. মিজানুর রহমান গতকাল রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, বিশ্বনাথপুর ও শিবপুর এলাকায় গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, তাদের খোঁজখবর নেন এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও জনদুর্ভোগের কথা শোনেন।

এসময় তিনি সিপিবির রাজনৈতিক দর্শন, নীতি ও কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন।

গণসংযোগে স্থানীয় সিপিবি নেতাকর্মী ও সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে ছাত্রদলের নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধানের শীষের প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

এ কর্মসূচিতে মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহির নেতৃত্বে পৌর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রচারণাকালে নেতাকর্মীরা এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেন, কুশল বিনিময় করেন এবং জননেতা মাসুদ অরুনের সালাম ও শুভেচ্ছা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

এ সময় এলাকাবাসীর মাঝে ব্যাপক সাড়া ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়রা ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে ৫ ও ৮নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে পৌরসভার ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে

ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। আরো উপস্থিত ছিলেন ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মকসেদ।

এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, হিরক ও চঞ্চল, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিক, ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদল এর সভাপতি সারোয়ার হোসেন পাপ্পুসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীরের আগমন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আগামীকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমানের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলায় কর্মরত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও মাল্টিমিডিয়া মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে আজ রবিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সেক্রেটারি ইকবাল

হোসেন। তিনি বলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান নির্বাচনী কার্যক্রমে এর আগে কখনো মেহেরপুরে আসেননি। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য একটি আকাঙ্ক্ষিত আগমন। এ উপলক্ষে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র সরকারি হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সমাবেশের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শহরের বাইরে থেকে আগত মানুষের গাড়ি শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তারা শহরের বাইরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে আসবেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং তারা সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ না হয়।

ইকবাল হোসেন বলেন, মেইন রোড খোলা রাখা হবে, তবে কিছু পকেট রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতে পারে। আমাদের নিজস্ব ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশাসনের ট্রাফিক ব্যবস্থাও থাকবে। আমীরে জামায়াতের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, আগামীকালের সমাবেশ মেহেরপুরবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে। মেহেরপুরের যে সকল অপূর্ণতা রয়েছে, আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীরের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সকল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

দামুড়হুদায় বিএনপির পোলিং

এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দিলেন ধানের শীষ প্রার্থী

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দামুড়হুদা থানা এলাকার পোলিং এজেন্টদের নিয়ে এক নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে দুই শিফটে থানা এলাকার ছয়টি ইউনিয়নের পোলিং এজেন্টদের নিয়ে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু নিজে উপস্থিত থেকে এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এবং এজেন্টদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত এজেন্টদের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কার্যক্রম এবং ভোটকেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশদ ধারণা দেওয়া হয়। নির্বাচনের দিন একজন পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব, ভোট গণনার সময় সতর্কতা এবং আইনগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা।

কর্মশালায় প্রধান ট্রেনার ও নির্বাচনী প্রধান এজেন্ট ড. আব্দুস সবুর পোলিং এজেন্টদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো নিয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রদান করেন। ড. সবুর বলেন, “ভোটের দিন প্রতিটি কেন্দ্রে এজেন্টদের অতন্দ্র প্রহরীর মতো দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে জনগণের ভোটের সঠিক প্রতিফলন ঘটে।”

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সহকারী ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন। তিনি হাতে-কলমে নির্বাচনী ফরম পূরণ ও কারিগরি বিষয়গুলো এজেন্টদের বুঝিয়ে বলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও ধানের শীষের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন, “সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পোলিং এজেন্টদের ভূমিকা অপরিসীম। কেন্দ্রে কোনো প্রকার অনিয়ম হতে দেওয়া যাবে না। সাহসের সঙ্গে আইন অনুযায়ী আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।”

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু ও উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ছালমা জাহান পারুলসহ দামুড়হুদা থানার ছয়টি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ। কর্মশালায় দামুড়হুদা থানার ছয়টি ইউনিয়নের কয়েকশ পোলিং এজেন্ট অংশগ্রহণ করেন।
সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধানের শীষের কর্মীরা নির্বাচনী মাঠে আরও দক্ষ ও সজাগ ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

চুয়াডাঙ্গা সদরের বিভিন্ন স্থানে অ্যাড. রাসেলের নির্বচনী গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল শনিবার দিনব্যাপী চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের কবিখালি, কাথুলী, মাছের দাঁড়ি ও আশপাশের গ্রামে নির্বাচনী গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গণসংযোগের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ১০ দলীয় ঐক্য মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে কথা বলেন।

তিনি বলেন, “জনগণের ভোট ও ভালোবাসাই আমার শক্তি। নির্বাচিত হলে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনকে একটি দুর্নীতি মুক্ত, উন্নত ও জনবান্ধব আসনে পরিণত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।”

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন তাঁর অগ্রাধিকার থাকবে। জনগণের অধিকার রক্ষায় আপসহীন ভূমিকা পালনের অঙ্গীকারও করেন তিনি।

আরও উপস্থিত ছিলেন— ‎জামায়াতে ইসলামী সাবেক জেলা আমীর আনারুল হক মালিক, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আমীর মোঃ বেলাল হুসাইন, সেক্রেটারী গোলাম রসুল, মোমিনপুর ইউনিয়ন আমীর মোঃ বজলুর রহমান পিন্টু, সেক্রেটারি, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা অর্থ সম্পাদক মোঃ বায়েজিদ বোস্তামীসহ আরও অনেকে।